তথ্যবিবরণী                                                                                  নম্বর : ২১৪৭

**করোনা প্রাদুর্ভাবের আগে যেভাবে আমরা চলতাম, সেভাবে আর নয়**

 **---তথ্যমন্ত্রী**

চট্টগ্রাম, ৩০ জ্যৈষ্ঠ (১৩ জুন) :

 তথ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, 'করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব শুরু হবার আগে যেভাবে আমরা চলতাম, সেভাবে আর নয়। সেভাবে চললে আমাদের পক্ষে হাসপাতাল প্রস্তুত রেখে এবং আরো আইসোলেশন সেন্টার বানিয়েও এ ভাইরাসের হাত থেকে মানুষকে রক্ষা করা কঠিন হয়ে যাবে। মনে রাখতে হবে- আমার সুরক্ষা আমার হাতে।'

 আজ চট্টগ্রামের আগ্রাবাদ এক্সেস রোডের সিটি হলে কোভিড আইসোলেশন সেন্টার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন বিভাগীয় কমিশনার এবিএম আজাদ। উল্লেখ্য, সী-কম গ্রুপ সিটি হলকে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন কোভিড সেন্টারে রূপান্তর করেছে।

 কোভিড-১৯ মোকাবিলারত সমগ্র বিশ্বের দিকে তাকিয়ে তথ্যমন্ত্রী বলেন, 'উন্নত দেশগুলোও তাদের কাজকর্ম মাসের পর মাস বন্ধ রাখেনি, খুলে দেওয়া হয়েছে। সেখানে এখনও মানুষ করোনা ভাইরাসে মৃত্যুবরণ করছে, প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ আক্রান্ত হচ্ছে, এরপরও তারা লকডাউন শিথিল করেছে, কাজকর্ম শুরু করেছে।'

 একই সাথে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, 'তার মানে এই নয় যে, করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব শুরু হবার আগে আমরা যেভাবে চলতাম, এখনো সেভাবে চলবো। নিজেকে স্বাস্থ্যগতভাবে ডাক্তারদের পরামর্শ অনুযায়ী সুরক্ষিত রেখেই আমরা কাজ করবো। তাহলেই সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এই মহামারি মোকাবিলা করতে পারবো আমরা।'

 'প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সার্বক্ষণিক সমস্ত কিছু মনিটর করছেন, তাঁর নির্দেশনাতেই সিটি
কর্পোরেশন-সহ আমরা সবাই কাজগুলো করছি' জানিয়ে আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক বলেন, আমাদের সম্পদের সীমাবদ্ধতা আছে, উন্নত দেশ না হওয়া সত্ত্বেও এদেশে করোনায় আক্রান্তদের মৃত্যুহার উন্নত দেশ থেকে কম। এই মহামারি সামাল দেয়ার জন্য উন্নত দেশগুলোও আগে থেকে প্রস্তুত ছিল না, যে কারণে সেখানে লক্ষ মানুষের মৃত্যু ঘটেছে। আর খেটে-খাওয়া মানুষের উন্নয়নশীল এই দেশেও মানুষের জীবন রক্ষার তাগিদে দুই মাসের বেশি প্রায় সবকিছু বন্ধ ছিল। এখন সীমিত আকারে খোলা হয়েছে। কারণ জীবন এবং জীবিকা দু'টিই রক্ষা করতে হবে।'

 তথ্যমন্ত্রী বলেন, 'পৌনে এক কোটি মানুষের শহর চট্টগ্রামে প্রতিদিন আরো বিশ লাখ মানুষ যাতায়াত করে। ইতোমধ্যে এ শহরে চার হাজারের বেশি রোগী শনাক্ত হয়েছে। শুরুতে চট্টগ্রাম শহরে করোনা রোগীদের চিকিৎসায় অনেক সঙ্কট ছিল, এখনো সঙ্কট পুরোপুরি না কাটলেও প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় আমরা শুরু থেকেই বিভিন্ন হাসপাতালের সেবা ও সরকারি ব্যবস্থাপনার প্রসারকে উদ্বুদ্ধ করার ফলে অগ্রগতি হয়েছে। যেমন, এই আইসোলেশন সেন্টারের স্থাপনাটি দিয়ে সী-কম গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আমিরুল হক মানবতার কাজ করেছেন।'

 চট্টগ্রাম বিভাগীয় ভারপ্রাপ্ত স্বাস্থ্য পরিচালক ডা. মোস্তফা খালেদ আহমদ, সিভিল সার্জন শেখ ফজলে রাব্বি প্রমুখ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন।

#

আকরাম/রাহাত/মোশারফ/আব্বাস/২০২০/২০০২ ঘন্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                  নম্বর : ২১৪৬

**সাবেক স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম এর মৃত্যুতে মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীর শোক**

ঢাকা, ১৩ জুন (৩০ জ্যৈষ্ঠ):

 সাবেক স্বাস্থ্যমন্ত্রী, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন ১৪ দলীয় জোটের মুখপাত্র বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ নাসিম এমপি এর মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার, সমাজকল্যাণ মন্ত্রী নুরুজ্জামান আহমেদ, যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল এবং পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মোঃ শাহ্‌রিয়ার আলম।

 আজ পৃথক শোকবার্তায় তাঁরা মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন ও শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

#

মেহেদী/রাহাত/মোশারফ/আব্বাস/২০২০/২১০৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                   নম্বর : ২১৪৫

**করোনা ভাইরাস বিস্তার রোধে** **লাল জোন ঘোষিত** **এলাকায় সর্বসাধারণকে ইবাদত ও উপাসনা ঘরে পালনের জন্য**

**ধর্ম মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ**

ঢাকা, ১৩ জুন (৩০ জ্যৈষ্ঠ):

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) রোগের চলমান ঝুঁকি বিবেচনায় দেশের যে কোনো ছোট বা বড় এলাকাকে লাল, হলুদ বা সবুজ জোন হিসেবে চিহ্নিতকরণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে লাল জোন হিসেবে চিহ্নিত এলাকাগুলোতে জনসাধারণের মসজিদ, মন্দির, গির্জা ও প্যাগোডা-সহ অন্যান্য উপসনালয়ে স্বাস্থ্য বিধি ও সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখেইবাদত ও উপাসনার বিষয়ে ধর্ম মন্ত্রণালয় নিম্নোক্ত নির্দেশ প্রদান করেছে :

* করোনা ভাইরাস সংক্রমণ রোধকল্পে লাল জোন হিসেবে চিহ্নিত এলাকাগুলোতে মসজিদের খতিব, ইমাম, মুয়াজ্জিন ও খাদেমগণ ব্যতীত অন্য সকল মুসুল্লিকে সরকারের পক্ষ থেকে নিজ নিজ বাসস্থানে নামাজ আদায় এবং জুমআর জামায়াতে অংশগ্রহণের পরিবর্তে ঘরে যোহরের নামাজ আদায়ের নির্দেশ দেওয়া যাচ্ছে।
* উল্লিখিত এলাকাসমূহে মসজিদে জামায়াত চালু রাখার প্রয়োজনে খতিব, ইমাম, মুয়াজ্জিন, খাদেম-সহ পাঁচ ওয়াক্তের নামাজে স্বাস্থ্য বিধি ও সামাজিক দুরত্ব বজায় রেখে অনধিক ৫ জন এবং জুমআর জামায়াতে অনধিক ১০ জন শরিক হতে পারবেন। জনস্বার্থে বাহিরের কোনো মুসুল্লি মসজিদের ভিতরে জামায়াতে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না।
* একই সাথে উল্লিখিত এলাকাসমূহে অন্যান্য ধর্মের অনুসারীদেরকে স্ব স্ব উপাসনালয়ে সমবেত না হয়ে নিজ নিজ বাসস্থানে উপাসনা করার জন্য নির্দেশ দেওয়া যাচ্ছে।
* এ সময়ে সারা দেশে কোথাও ওয়াজ মাহফিল, তাফসির মাহফিল, তাবলীগি তালিম বা মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করা যাবে না। সবাই ব্যক্তিগতভাবে তিলাওয়াত, যিকির ও দোয়ার মাধ্যমে মহান আল্লাহর রহমত ও বিপদ মুক্তির প্রার্থনা করবেন।
* অন্যান্য ধর্মের অনুসারীগণও এ সময়ে কোনো ধর্মীয় বা সামাজিক আচার অনুষ্ঠানের জন্য সমবেত হতে পারবেন না।
* সকল ধর্মের মূলনীতির আলোকে এবং জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষার স্বার্থে এই নির্দেশনা জারি করা হলো। উল্লিখিত নির্দেশনা বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিচালনা কমিটিকে অনুরোধ জানানো হলো। কোনো প্রতিষ্ঠানে উক্ত সরকারি নির্দেশ লঙ্ঘিত হলে প্রশাসন সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীলদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে  বাধ্য হবে।

 আজ ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে জারি করা এক জরুরি বিজ্ঞপ্তিতে এ সকল নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

#

আনোয়ার/রাহাত/মোশারফ/মিজান/২০২০/ ১৮৪০ ঘন্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                  নম্বর : ২১৪৪

**সাবেক স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম এর মৃত্যুতে স্পিকার, ডেপুটি স্পিকার ও সংসদ উপনেতার শোক**

ঢাকা, ১৩ জুন (৩০ জ্যৈষ্ঠ):

 সাবেক স্বাস্থ্যমন্ত্রী, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন ১৪ দলীয় জোটের মুখপাত্র বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ নাসিম এমপি এর মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন জাতীয় সংসদের স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী, ডেপুটি স্পিকার মোঃ ফজলে রাব্বী মিয়া ও সংসদ উপনেতা সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী।

 আজ পৃথক শোকবার্তায় তাঁরা মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন ও শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

#

তারিক/রাহাত/মোশারফ/আব্বাস/২০২০/১৯০৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                  নম্বর : ২১৪৩

**কোভিড**-**১৯** (**করোনা ভাইরাস**) **সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ৩০ জ্যৈষ্ঠ (১৩ জুন) :

 ন্যাশনাল ডিজাস্টার রেসপন্স কো-অর্ডিনেশন সেন্টার (এনডিআরসিসি) থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী করোনা ভাইরাস পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য ৬৪ জেলায় ইতোমধ্যে ২ লাখ ১১ হাজার ১৭ মেট্রিক টন চাল বরাদ্দ করা হয়েছে। এছাড়া শিশু খাদ্য-সহ অন্যান্য সামগ্রী ক্রয়ের জন্য ১২২ কোটি ৯৭ লাখ ৭২ হাজার ২৬৪ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বরাদ্দকৃত এ সাহায্য দেশের সকল জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের মাধ্যমে বিতরণ করা হচ্ছে । ‌

 স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর)-এর তথ্যানুযায়ী আজ দেশে নতুন করে আরো ২ হাজার ৮৫৬ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ ধরা পড়েছে। এ নিয়ে বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ৮৪ হাজার ৩৭৯ জন। গত ২৪ ঘণ্টায় ৪৪ জন-সহ এ পর্যন্ত ১ হাজার ১৩৯ জন এ রোগে মৃত্যুবরণ করেছেন। গত ২৪ ঘণ্টায় ১৬ হাজার ৬৩৮ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এ পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ১৭ হাজার ৮২৭ জন যার মধ্যে গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন ৫৭৮ জন।

 এখন পর্যন্ত সর্বমোট ২৫ লাখ ৯ হাজার ১৪২টি পিপিই সংগ্রহ করা হয়েছে। এর মধ্যে মোট বিতরণ করা হয়েছে ২২ লাখ ৯৮ হাজার ৮৭৫টি এবং মজুদ আছে ২ লাখ ১০ হাজার ২৬৭টি।

 সারা দেশে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে ৬২৯টি প্রতিষ্ঠান এবং এর মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনের সেবা প্রদান করা যাবে ৩১ হাজার ৯৯১ জনকে।

#

তাসমীন/রাহাত/মোশারফ/আব্বাস/২০২০/১৮২০ ঘন্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                  নম্বর : ২১৪২

**প্রান্তিক কৃষকের উৎপাদিত কৃষিপণ্য, ক্রয়, বিক্রয়ে**

**পরিপূর্ণ আঙ্গিকে  ডাক বিভাগকে  প্রস্তুত করা হচ্ছে**

- মোস্তাফা জব্বার

চাঁপাইনবাবগঞ্জ, ১৩ জুন (৩০ জ্যৈষ্ঠ):

 ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী জনাব মোস্তাফা জব্বার বলেছেন, প্রান্তিক কৃষকের উৎপাদিত কৃষিপণ্য, ক্রয় এবং বিক্রয়ের জন্য পরিপূর্ণ আঙ্গিকে ডাক বিভাগকে প্রস্তুত করা হচ্ছে। প্রান্তিক কৃষককে তার উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এর ফলে বিক্রয়লব্ধ টাকা কোন মধ্যস্বত্বভোগী ছাড়াই সংশ্লিষ্ট কৃষকের হাতে পৌঁছে যাবে। দেশব্যাপী ডাক পরিবহনে নিয়োজিত ঢাকা ফেরৎ গাড়ী সমূহে বিনা মাশুলে প্রান্তিক কৃষকের পণ্য পরিবহনে সরকারের বাড়তি কোন খরচেরও প্রয়োজন হবে না। কৃষক সমাজের কাছে জাতির ঋণ পরিশোক করার জন্য এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে বলে মন্ত্রী উল্লেখ করেন।

 মন্ত্রী আজ চাঁপাইনবাবগঞ্জ থেকে ডাক অধিদপ্তর বিনা মাশুলে ঢাকায় আম পরিবহন কর্মসূচির উদ্বোধন উপলক্ষে স্থানীয় জেলা প্রশাসন আয়োজিত বিনা মাশুলে আম পরিবহন উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন। তিনি ঢাকায় তাঁর দপ্তর থেকে জুম ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে এই অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন ।

 তিনি বলেন, ডিজিটাল প্রযুক্তির অভাবনীয় বিকাশের ফলে প্রাচীন প্রতিষ্ঠান ডাক বিভাগ বিলীন হয়ে গেছে এটাই ধারণা ছিল। প্রধানমন্ত্রী ডাকঘর প্রতিষ্ঠানটি খুবই মমতার সাথে দেখছেন উল্লেখ করে জনাব মোস্তাফা জব্বার বলেন, করোনার শুরু থেকেই কৃষির প্রতিপ্রধানমন্ত্রী বিশেষ গুরুত্বারোপ করে আসছেন। কৃষকের পণ্য পরিবহনের যাত্রা আমরা শুরু করেছি।এটা সাময়িক। আমরা এটা একটি স্থায়ী ব্যবস্থায় রূপ দিতে যাচ্ছি। লকডাউনের সময় জাতীয় দায়িত্বের অংশ হিসেবে ডাক অধিদপ্তর খুলে দিয়ে সঞ্চয় ও পেনশনভোগী মানুষদের লেনদেন চালু রাখার সুযোগ দিয়েছি। লাখ লাখ মানুষ এতে উপকৃত হয়েছে। হাজার হাজার কোটি টাকা লেন- দেন হয়েছে। সরকার ডাক অধিদপ্তরকে জরুরী সেবার আওতাভুক্ত করে সেবার জন্য মানুষের পাশে দাঁড়ানোর সুযোগ করে দিয়েছে।

 চাঁপাইগঞ্জ জেলা প্রশাসক এ জেড এম নুরুল হক এরসভাপতিত্বে জুম ভিডিওতে সংযুক্ত থেকে অনুষ্ঠানে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের সচিব মো.নূর-উর-রহমান, ডাক অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এসএস ভদ্র, রাজশাহীর পোস্টমাস্টার জেনারেল মো: শফিকুল আলম অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন। চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার কৃষি সম্প্রসারণ উপ-পরিচালক নজরুল ইসলাম, স্থানীয় জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি মো: রুহুল আমিন,রাজশাহী অঞ্চলের ডিপিএমজি ওয়াহিদ-উজ-জামান আম কৃষক মঞ্জুরুল আলম প্রমূখ অনুষ্ঠানস্থলে উপস্থিত ছিলেন।

#

সেফায়েত/গিয়াস/কানাই/২০২০/১৬১০ ঘন্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                  নম্বর : ২১৪১

**সাবেক স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম এর মৃত্যুতে মন্ত্রীপরিষদের সকল সদস্যবৃন্দের শোক**

ঢাকা, ১৩ জুন (৩০ জ্যৈষ্ঠ):

 আওয়ামী লীগের সভাপতিমন্ডলীর সদস্য, কেন্দ্রীয় ১৪ দলের মুখপাত্র এবং সাবেক স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম এমপি রাজধানীর শ্যামলীর বাংলাদেশ স্পেশালাইজড হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আজ ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি...রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭২ বছর। তিনি স্ত্রী, তিন ছেলেসহ আসংখ্যা নেতা-কর্মী, আত্মীয়-স্বজন ও গুনগ্রাহী রেখে গেছেন।

 শোকবার্তায় বলা হয়, বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধ এবং মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী রাজনৈতিক ইতিহাসের সাথে  ওতপ্রোতভাবে মিশে আছে মোহাম্মদ নাসিমের নাম। তাঁর  মৃত্যু বাংলাদেশের রাজনীতিতে অপূরণীয় এক ক্ষতি। বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধ এবং রাজনীতির ইতিহাসে মোহাম্মদ নাসিমের নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

 শোকবার্তায় তাঁরা মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন ও শোকাহত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

 বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক জীবনের অধিকারী  মোহাম্মদ নাসিম   ১৯৮৬, ১৯৯৬ ও ২০০১ সালেও সংসদ সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হন । ২০১৪-২০১৮ মেয়াদে বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং  ১৯৯৬-২০০১ মেয়াদে স্বরাষ্ট্র, গৃহায়ন ও গণপূর্ত এবং ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। মোহাম্মদ নাসিম জগন্নাথ কলেজ (বর্তমানে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়) থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি রাজনীতির পাশাপাশি সমাজকল্যাণমূলক বিভিন্ন কর্মকান্ডের সাথে জড়িত ছিলেন। ঢাকাসহ নিজ এলাকা সিরাজগঞ্জে বেশ কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছেন।

 শোক জানান মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক, কৃষিমন্ত্রী ড. আব্দুর রাজ্জাক, তথ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল হক, শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি, স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক, পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন, বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি, শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন, রেলপথ মন্ত্রী মো. নূরুল ইসলাম সুজন, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক মন্ত্রী ইমরান আহমদ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী স্থপতি ইয়াফেস ওসমান, মৎস্য ও প্রানিসম্পদ মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম, ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী, পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নান, পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটির আহ্বায়ক আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মো. শাহাব উদ্দিন, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রী গোলাম দস্তগীর গাজী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী মো. তাজুল ইসলাম, ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী জনাব মোস্তাফা জব্বার, নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহ্‌মুদ চৌধুরী, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডা. মো. এনামুর রহমান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচার্য্য প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মো. জাকির হোসেন, মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা, পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী জনাব জাহিদ ফারুক ও পানি সম্পদ উপমন্ত্রী জনাব এ কে এম এনামুল হক, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ, ধর্ম প্রতিমন্ত্রী আলহাজ্ব এডভোকেট শেখ মো. আব্দুল্লাহ, তথ্য প্রতিমন্ত্রী ডা. মুরাদ হাসান, জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন, বেসামরিক বিমান ও পরিবহণ ও পযটন প্রতিমন্ত্রী মো. মাহবুব আলী, শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান, বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. হারুন-অর-রশিদ।

#

গিয়াস/কানাই/২০২০/ ১৫০০ ঘন্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                  নম্বর : ২১৪০

**সাংবাদিক মোয়াজ্জেম হোসেন নান্নু'র মৃত্যুতে তথ্যমন্ত্রীর শোক**

ঢাকা, ১৩ জুন (৩০ জ্যৈষ্ঠ):

 দৈনিক যুগান্তরের সিনিয়র ক্রাইম রিপোর্টার মোয়াজ্জেম হোসেন নান্নু'র মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখপ্রকাশ করেছেন তথ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ।

 রাজধানীর বাড্ডায় আফতাবনগরে নিজ বাসায় অগ্নিকাণ্ডে দগ্ধ হয়ে শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের আইসিইউতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শনিবার সকালে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন তিনি।

 তথ্যমন্ত্রী তার শোকবার্তায় প্রয়াতের বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করেন ও শোকাহত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান। ড. হাছান মাহ্‌মুদ এসময় গত জানুয়ারি মাসে একই বাসায় অগ্নিকান্ডে নান্নু-পল্লবী দম্পতির একমাত্র সন্তান স্বপ্নীল আহমেদ পিয়াসের মৃত্যুর কথাও গভীর বেদনার সাথে স্মরণ করেন।

#

আকরাম/গিয়াস/কানাই/২০২০/১৫১০ ঘন্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                  নম্বর : ২১৩৯

**ক্লাইমেট অ্যাডাপটেশন এন্ড রেজিলিয়েন্স বিষয়ক গ্রুপ অব ফ্রেন্ডস এর স্টিয়ারিং কমিটিতে সদস্য হিসেবে যোগ দিল বাংলাদেশ**

নিউইয়র্ক,৩০ জ্যৈষ্ঠ(১৩ জুন):

      গত শুক্রবার জাতিসংঘের ক্লাইমেট অ্যাডাপটেশন এন্ড রেজিলিয়েন্স বিষয়ক গ্রুপ অব ফ্রেন্ডস এর স্টিয়ারিং কমিটিতে সদস্য হিসেবে যোগ দিল বাংলাদেশ। মিশরের পরিবেশমন্ত্রী ড. ইয়াসমিন ফুয়াদ এবং যুক্তরাজ্যের আন্তর্জাতিক উন্নয়ন বিষয়ক সংসদীয় আন্ডার সেক্রেটারি অব স্টেট ব্যারনেস সাগ আহ্বায়ক হিসেবে গ্রুপটির উদ্বোধন করেন। স্টিয়ারিং কমিটির অন্যান্য সদস্যদেশ হল নেদারল্যান্ডস্, মালাওয়ি ও সেন্ট লুসিয়া।

এই প্লাটফর্মের মাধ্যমে সদস্য দেশসমূহ জলবায়ু অভিযোজন  সংক্রান্ত সঙ্কট মোকাবিলা করে ঘুরে দাঁড়ানোর সামর্থ্য অর্জন, কার্যকরী দৃষ্টান্ত এবং উল্লেখযোগ্য মাইলফলকগুলো নিয়ে খোলামেলা আলোচনা করতে পারবে। এছাড়া অংশীজন ও সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহ থেকেও নানা ধারণা গ্রহণ করার সুযোগও থাকবে এই প্লাটফর্মে।২০১৯ সালে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘ মহাসচিবের ‘ক্লাইমেট অ্যাকশান সামিট’এর অঙ্গীকার ও গৃহীত পদক্ষেপসমূহ বাস্তবায়ন করাসহ ইউএনএফসিসিসি (United Nations Framework Convention on Climate Change) এর নেগোসিয়েশন সংক্রান্ত কাজেও তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখবে এই গ্রুপ ।

উল্লেখ্য ক্লাইমেট অ্যাকশান সামিটে বাংলাদেশ জলবায়ু ক্ষেত্রে অভিযোজন ও প্রতিকূলতা মোকাবিলা করে ঘুরে দাঁড়ানোর সামর্থ্য অর্জনের গুরুত্ব তুলে ধরে এবং তা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রেও অনুঘটক হিসেবে নানা উদ্যোগ গ্রহণ করে। সম্মেলনটিতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আরইএপি (Risk-informed Early Action Partnership) শীর্ষক বৈশ্বিক পদক্ষেপের উদ্বোধন করেন।

 ভার্চুয়াল উদ্বোধনীতে অংশগ্রহণ করেন জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনের উপ-স্থায়ী প্রতিনিধি তারেক মো:আরিফুল ইসলাম।তিনি বলেন,বাংলাদেশসহ জলবায়ু-নাজুক দেশসমূহে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলার ক্ষেত্রে ‘অভিযোজন’এবং ‘ঘুরে দাঁড়ানোর সামর্থ্য অর্জন’ হলো মূল বিষয়। বৈশ্বিকভাবে ‘অভিযোজন ও সামর্থ্য অর্জন’ প্রচেষ্টাসমূহে আরও বেশি অর্থায়ন এবং প্রযুক্তির প্রাপ্যতা নিশ্চিত করার উপর জোর দেন তিনি।

সাম্প্রতিক ঘুর্নিঝড় আম্ফানের উদাহরণ টেনে তিনি বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে সৃষ্ট দুর্যোগে প্রতিবছর বিশ্বব্যাপী প্রায় দু'শ কোটি মানুষের জীবন বিপর্যস্থ হচ্ছে এবং তা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। দুর্যোগ বিপর্যয় সৃষ্টি করছে, উন্নয়নকে বাধাগ্রস্থ করছে এবং মানুষকে দারিদ্র্যের দিকে ঠেলে দিচ্ছে মর্মে উল্লেখ করেন তিনি।

  জলবায়ু সংক্রান্ত বিষয়সমূহ বিশেষ করে অভিযোজন ও জলবায়ুর প্রভাব মোকাবিলায় সক্ষমতা অর্জন বিষয়ে বাংলাদেশ সিভিএফ এবং ভি-২০ এর মাধ্যমে বৈশ্বিক সকল ফোরামে যথোপযুক্ত প্রচেষ্টা গ্রহণ করে যাবে মর্মেও জানান তিনি। শক্তিশালী পূর্ব-সতর্কীকরণ ব্যবস্থা, দুর্যোগ মোকাবিলা প্রস্তুতির অনুশীলন, সুদৃঢ় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ঝুঁকি হ্রাস কর্মসূচি, খরা ও লবণাক্ততা সহিষ্ণু শস্যজাত উদ্ভাবন ও ডেল্টা পরিকল্পনা-২১০০ এর মতো বাংলাদেশের অভিযোজনমূলক উদ্যোগের বিষয়ে অংশগ্রহণকারীদের সম্যক ধারণা দেন মিশনের উপ-স্থায়ী প্রতিনিধি।

উল্লেখযোগ্য সংখ্যক দেশ এই ক্লাইমেট অ্যাডাপটেশন এন্ড রেজিলিয়েন্স বিষয়ক গ্রুপটিতে যোগদানের ঘোষণা দেয়। গ্রুপটি রাজনৈতিক সদিচ্ছার প্রতিফলন ও যৌথ প্রয়াসের মাধ্যমে অভিযোজন এবং সক্ষমতা অর্জনের ক্ষেত্রে বিশ্ব প্রচেষ্টায় যে ঘাটতি বিদ্যমান রয়েছে তা পূরণে অবদান রাখবে মর্মে আশা প্রকাশ করেন এসকল দেশগুলোর প্রতিনিধিগণ।

#

গিয়াস/কানাই/২০২০/ ১৩৪৭ ঘন্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                  নম্বর : ২১৩৮

‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍**করোনাকালে ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ত্রাণ সহায়তা অব্যাহত**

ঢাকা, ৩০ জ্যৈষ্ঠ (১৩ জুন)

       করোনা পরিস্থিতিতে সৃষ্ট দুর্যোগে সারাদেশের সাধারণ মানুষের কষ্ট লাঘবে মানবিক সহায়তা হিসেবে ত্রাণ বিতরণ অব্যাহত রেখেছে সরকার । এ পর্যন্ত সারা দেশে   প্রায় দেড় কোটি পরিবারকে ত্রাণ সহায়তা দেয়া হয়েছে।

         ৬৪ জেলা প্রশাসন থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ১২ জুন পর্যন্ত সারাদেশে  চাল বরাদ্দ দেয়া হয়েছে দুই লাখ ১১ হাজার ১৭ মেট্রিক টন এবং বিতরণ করা হয়েছে এক লাখ ৭২ হাজার ৫২১ মেট্রিক টন । এতেউপকারভোগী পরিবার সংখ্যা প্রায় দেড় কোটি ।

         শিশুখাদ্য সহ অন্যান্য সামগ্রী ক্রয়ের জন্য নগদ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে প্রায় ১২৩ কোটি  টাকা । এর মধ্যে সাধারণ ত্রাণ হিসেবে নগদ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ৯৫ কোটি ৮৩ লাখ ৭২ হাজার ২৬৪ টাকা এবং বিতরণ করা হয়েছে ৮১ কোটি ৯৭ লাখ ২৭২ টাকা । শিশু খাদ্য সহায়ক হিসেবে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে  ২৭ কোটি ১৪ লাখ এবং এ পর্যন্ত বিতরণ করা হয়েছে ২১ কোটি ৮৩ লাখ ৬৪ হাজার ৫৯ টাকা। এতে উপকারভোগী পরিবার সংখ্যা ছয় লাখ ৯৮ হাজার ৫৩৯ টি এবং উপকারভোগী লোকসংখ্যা ১৪ লাখ ৭৬ হাজার ৬৭৩ জন ।

#

সেলিম/গিয়াস/২০২০/১১১৫ ঘণ্টা